দৈনিক সংবাদ

039

সংবাদ

ঢাকা : মঙ্গলবার, ৩রা ফাল্গুন, ১৩৯৪

তারিখ 16 FEB 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিনামূল্যের বই ঃ সরবরাহ বনাম চাহিদা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সরকার থেকে বিনামূল্যে বই সরবরাহ করা হয়ে থাকে। কয়েক বছর ধরেই সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই দিয়ে আসছেন। ইতিপূর্বে এসব বই বিতরণ নিয়ে অনেক কাণ্ডকারখানা ঘটেছে। বই সরবরাহ করা হয়েছে তো, বিতরণ ঠিকমত হয়নি। বই গুদামে বন্দী হয়ে পড়ে আছে। এ ধরনের সচিত্র প্রতিবেদন তখন পত্রিকার পাতায় দেখা যেত।

ক্রমান্বয়ে বিতরণ পদ্ধতি সুষ্ঠু হয়ে আসে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই বিতরণের ক্ষেত্রে তখন দেখা দেয় আরেক সমস্যা। শিক্ষাবর্ষ শেষ হতে চলেছে তবু পাঠ্যপুস্তকের দেখা নেই। এসব অতীতের কথা।

এবার বাগেরহাট জেলা থেকে খবর এসেছে যে, সেখানে চাহিদা মত বই শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরবরাহ করে উঠতে পারেনি। ফলে ৩১ হাজারের ওপর ছাত্র-ছাত্রী বিনামূল্যের বই থেকে বঞ্চিত হবে। চাহিদার তুলনায় কম সংখ্যক বই সরবরাহের হেতু কি, প্রতিবেদনে তা ওঠে আসেনি। যথাসময়ে বই ছেপে কুলিয়ে ওঠা যাচ্ছে না। কিংবা কোথাও হিসেবে গরমিল রয়েছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার যে পরিমাণ বই চেয়েছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় তা থেকে ৩৭ হাজার ৬শ'৫৪টি বই কম পাঠিয়েছে। এদিকে খোলাবাজারে এই বিনামূল্যের বই সংগ্রহের চেষ্টা করছেন কিছু অভিভাবক। জেলার বিভিন্ন বই-এর দোকানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য বিনামূল্যের বই বিক্রি হচ্ছে। তবে শিক্ষা বিভাগ বলছেন যে, তারা এসব কিছু জানেন না। তাদের নিকট যখন এ খবরটা পৌছে দেয়া হল, তখন এটা সত্য কিনা তা সরেজমিনে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা হচ্ছে কিনা, সে সম্পর্কে শিক্ষা বিভাগ নীরব। হয়তো তাদের আবার এ ধরনের প্রশ্ন করলে বলতে পারেন যে আমরা তো অনুসন্ধান চালিয়ে দেখার নির্দেশ পাইনি---কোথায়ও এসব বই খোলাবাজারে বিক্রি হয় কিনা। কারণ তারা রুটিননাফিক কর্তব্য করেন, উপরে চাহিদার কথা লিখে পাঠান। কম এলে যে সব ছাত্রছাত্রী বই পায়নি, তাদের অভিভাবকদের হয়তো জানিয়ে দেবেন যে, সরবরাহ কম, তাই দিতে পারিনি। ওখানেই তাদের কর্তব্য শেষ।

বিনামূল্যের বই দোকানে বিক্রি হয় তা এলাকার লোকজন জানে। স্থানীয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানেন না, এটা তাজ্জব ব্যাপার। তারা চার দেয়ালের মধ্যে ফাইল নিয়ে কাজ করুন, আপত্তি নেই; কিন্তু যখন কোন অভিযোগ কানে আসবে, তখন খোঁজ-খবর নিয়ে তার সত্যতা যাচাইয়ের ব্যবস্থা করবেন এবং কীভাবে দোকানে বিনামূল্যের বই বিক্রির জন্য গেল, সে রহস্য উদঘাটনে উদ্যোগী হবেন, এটাই তো সকলে আশা করে।

দোকানে বিনামূল্যের বই যাওয়ার পিছনে যেমন দুর্নীতিপরায়ণ কিছুসংখ্যক শিক্ষক থাকতে পারেন, তেমনি এর পিছনে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কিছু কর্মচারীও রয়েছে। নতুবা এ ধরনের দুর্নীতি চলতে পারে না। হিসেবে নয়ছয় দেখিয়ে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা বই এর একটা অংশ দোকানে বিক্রির ব্যবস্থা কিংবা অভিভাবকদের কাছে পরোক্ষভাবে বিক্রির বন্দোবস্ত করতে পারেন। অতীতে এ ধরনের কিছু নজির রয়েছে। ব্যাপারটা স্থানীয়ভাবেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। এখন একটি জেলায় সাড়ে সাঁইত্রিশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিনামূল্যের বই থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এটা উড়িয়ে দেয়ার মত নয়।

দেশের অন্যান্য জেলাতেও বইয়ের সরবরাহ চাহিদার তুলনায় কম হয়েছে, এ রকম অনুমান করা যায়। কারণ, একটি জেলার ক্ষেত্রে চাহিদা-সরবরাহের মধ্যে যে কারণে ফারাক সৃষ্টি হয়েছে, সে কারণ অন্যত্রও বিদ্যমান।

সে কারণটা কি? সেটাই আগে উদঘাটন করা দরকার। হিসেবের গরমিলটা কোথায় দেখা দিয়েছে--ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষেত্রে না বই সরবরাহের ব্যাপারে।

আমরা আশা করি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এদিকে দৃষ্টি দেবেন এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন।

আমাদের দেশে কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে ও সময়মত হয় না। শিক্ষামন্ত্রণালয় সেখানে ব্যতিক্রমধর্মী উদাহরণ স্থাপন করবে এমন আশা করা যায় না। কিন্তু গলদটা কোথায় তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজে বের করে প্রতিবিধানের চেষ্টা করাই পরবর্তী পদক্ষেপ হওয়া উচিত। বিশেষ করে, সরকার যেখানে প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়ার কথা বলছেন এবং সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করে বিনামূল্যে বই বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা দুর্নীতি, কার্যক্ষেত্রে অযোগ্যতা, দীর্ঘসূত্রিতা ইত্যাদি কারণে ভেস্তে যাবে এমনটা চলতে দেয়া ঠিক নয়।

সুতরাং সমস্যাটা শুধু বাগেরহাট জেলার সমস্যা হিসেবে না দেখে অন্যত্র বিনামূল্যের বই বিতরণের হাল-হকিকত কী তারও খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি অনুরোধ জানাই।